লিপি
শিলিগুড়ি, বৃহস্পতিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭
Siliguri •Thursday • November 30,2017
Arthik Lipi, Page 3

বিশ্ব বাংলা নিয়ে জবাবের দিনই মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা বাম-কংগ্রেসের, খোঁচা বিজেপিরও

বিশ্ব বাংলার নামে পাপ ঢাকার চেষ্টা মুখ্যমন্ত্রীর, মন্তব্য মান্নানের

স্টাফ রিপোর্টার: বিশ্ব বাংলা নিয়ে আরও মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। বিশ্ব বাংলা বিতর্কের মুখে বুধবার বিধানসভায় প্রথমবার এই ইস্যুতে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাকে হাতিয়ার করেই আরও একবার বিশ্ব বাংলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করলেন আব্দুল মান্নান। তাঁর মন্তব্য, 'বিশ্ব বাংলার নামে পাপ ঢাকার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় বিশ্ব বাংলার বিতর্ক নিয়ে জবাব দেওয়ার পরেই বামফ্রন্টের পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'বিশ্ব বাংলার নাম নিয়ে আপনি আপনার পাপকে ঢাকার চেষ্টা করছেন। সেটা হতে পারে না।' মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের মন্তব্য প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, 'আপনি বলে দিয়েছেন, বিশ্ব বাংলা আপনার স্বত্ব। যে কোনও সময় আপনি সেটা তুলে নিতে পারেন। পরিবারের সম্পত্তি বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।' গত ১০ নভেম্বর

রানি রাসমণিতে সভা করে বিজেপি। সেই সভা থেকে সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া মুকুল রায় বিশ্ব বাংলা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ আনেন। তাঁর দাবি ছিল, বিশ্ব বাংলা সরকারি সংস্থা নয়। এটি বেসরকারি সংস্থা। যার মালিক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকেই বিজেপি এই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়। অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও এই ইস্যুতে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই বুধবার বিশ্ব বাংলা নিয়ে প্রথম বিধানসভায় মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বিশ্ব বাংলা লোগো আমার তৈরি। আমি সরকারকে বিনামূল্যে এটা দিয়েছি।' রাজ্য সরকারের নামেই এই লোগোর রেজিস্ট্রেশন রয়েছে বলেও এদিন স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এও বলেন, 'সরকার যতদিন চাইবে ততদিন ব্যবহার করতে পারবে এই লোগো। সরকার যদি কখনও এই লোগো ব্যবহার করতে না চায়, সেক্ষেত্রে যেন এই লোগো তাঁর কাছে ফিরে আসে।' বিশ্ব বাংলা লোগো যে আসলে তাঁর পরিবারের সম্পত্তি তা তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করে নিয়েছেন বলে দাবি বিরোধীদের। আর সেকথাই এদিন প্রকাশ পেয়েছে আব্দুল মান্নানের বক্তব্যে। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন তুলেছেন বামফ্রন্টের পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তীও। তাঁর বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বিশ্ব বাংলা তাঁর সম্পত্তি। এই ধরনের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি অযাচিতভাবে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় করেছেন। কিন্তু বিতর্কটা ছিল, বিশ্ব বাংলা সরকারি সম্পত্তি না ভাইপোর? ভাইপো বলেছিলেন, আমি যা যা করেছি তা পিসির অনুপ্রেরণায়। আজ কী দাঁড়াল? সম্পত্তিটা পিসির না ভাইপোর?' সুজন চক্রবর্তীর প্রশ্ন, 'কে এই বিশ্ব বাংলা সম্পত্তি লোকের অগোচরে সমগ্র রাজ্যে, সব সরকারি কর্মসূচিতে ব্যবহার করে সেখান থেকে ব্যবসার একটা বিক্রয় সূত্রের বন্দোবস্ত করেছিলেন? তার দায় মুখ্যমন্ত্রী না কি ভাইপোর?' এদিন বিধানসভায় বিশ্ব বাংলা ইস্যুতে সরগরম তো ছিলই। এর পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতেও বিধানসভা উত্তপ্ত ছিল। এই ইস্যুতে বিরোধীরা আলোচনা চেয়েছিল। কিন্তু সেই দাবি খারিজ হয়ে গেলে বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বাম ও কংগ্রেস বিধায়করা। বিধানসভা চত্বর থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণের জন্য পথও অবরোধ করেন বিরোধীরা বিধায়করা।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় বিধানসভায় জবাব দিতে হচ্ছে: দিলীপ

স্টাফ রিপোর্টার: তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে বিশ্ব বাংলা ইস্যুকে হাতছাড়া করতে নারাজ বিজেপি। তাই বিশ্ব বাংলা বিতর্কে বিধানসভায় এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জবাব দিলেও এই ইস্যুতে তাঁকে পাল্টা খোঁচা দিতে দেরি করেননি বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর মন্তব্য, 'তৃণমূলের পিঠে দেওয়াল ঠেকে গিয়েছে। তাই বিশ্ব বাংলা নিয়ে তাদের কোর্টে যেতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীকে বিধানসভায় জবাব দিতে হচ্ছে নিজেদের সদস্যদের সামনে।' রানি রাসমণিতে বিজেপির সভা থেকে মুকুল রায় প্রথম বিশ্ব বাংলা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তোলেন। এই সংস্থার মালিক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দাবি করেন। তারপর থেকেই এই ইস্যুতে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি। মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থও হয়েছেন অভিষেক। এই বিতর্কের মাঝেই বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় পরিষ্কার জানিয়ে দেন, 'বিশ্ব বাংলা লোগো আমার তৈরি। এটা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। সরকার যতদিন চাইবে এই লোগো ব্যবহার করতে পারবে।' তবে বিশ্ব বাংলা বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাখ্যায়

মোটেও সন্তুষ্ট নয় বিজেপি। বিশ্ব বাংলা নিয়ে চারিদিকে যে আওয়াজ উঠছে তাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তৃণমূল প্রয়াস চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ বিজেপির। এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বিশ্ব বাংলা নিয়ে নিশ্চয়ই কোনও গন্ডগোল রয়েছে। তাই গোটা বিষয়টি লুকানোর চেষ্টা করছে। পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারছে না। মানুষের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কোর্টে যাচ্ছে তৃণমূল।' বিশ্ব বাংলার স্বত্ব পাওয়ার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ বার কোর্টে গিয়েছেন বলেও দাবি বিজেপি রাজ্য সভাপতির। বিশ্ব বাংলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার সভাপতি লকেট চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী মুখে মানুষের কথা বললেও তিনি নিজের পরিবারের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। নিজের পরিবারের স্বার্থেই বিশ্ব বাংলা লোগো তৈরি করেছিলেন। লকেটের যুক্তি, 'মুখ্যমন্ত্রী যা বললেন তাতেই স্পষ্ট মুকুল রায় যা বলেছেন তা সত্য। মানুষ জানবে যে, বিশ্ব বাংলা সরকারি ব্র্যান্ড। তারপর ক্ষমতা থেকে চলে গেলে সেই লোগো ফিরিয়ে নিয়ে ব্যবসা করবে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। এর থেকেই স্পষ্ট, মুখ্যমন্ত্রী নিজের পরিবার ছাড়া কিছুই বোঝেন না।' বিশ্ব বাংলা নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি কংগ্রেস বিধায়ক অসিত মিত্রও। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বিশ্ব বাংলা লোগো তাঁর তৈরি। সরকার ব্যবহার না করলে তাঁর কাছেই ফিরে যাবে এই লোগো। তাহলে মালিকানা কার হল? বিশ্ব বাংলা বিতর্কের মাঝেই আবার রাজ্য সরকার বোলপুরে বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার কথা ঘোষণা করেছে। এই নিয়েও রাজ্যকে বিঁধেছেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, 'বিশ্ব বাংলা নিয়ে তো বিতর্ক রয়েছেই। তার উপর যেখানে বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির কথা বলেছে সেই জমি নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।' বিশ্ব বাংলা ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিলেও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে বিজেপি।

প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আত্মঘাতী যুবক, গ্রেফতার বান্ধবী

মৃত রাজীবের সঙ্গে অভিযুক্ত ঝিলিক

স্টাফ রিপোর্টার: ফের প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মৃত্যু। এবার ঘটনাস্থল দমদম। মৃত যুবকের পরিবারের অভিযোগে গ্রেফতার বান্ধবী। মাস তিনেক আগে দমদম শেঠবাগান এলাকার বাসিন্দা রাজীব পালের সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ হয় দমদমেরই বেলিয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা ঝিলিক রায়ের সঙ্গে। আসল বাড়ি বরানগরে হলেও দমদমে ভাড়া থাকত ঝিলিক। কদিনের আলাপেই সেই সম্পর্ক পরে পরিণত হয় ভালবাসায়। বেশ কয়েকবার. দেখাও করে দু'জনে। এরপরই ঝিলিককে বিয়ের প্রস্তাবও দেয় রাজীব। প্রথমে রাজি হলেও পরে তা অস্বীকার করে ঝিলিক এবং সে রাজীবকে জানায় সে বিবাহিত। তাই তার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়, তার স্বামী রয়েছে। অভিযোগ, রাজীবের কাছে প্রায়শই টাকা চাইত ঝিলিক। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে একাধিকবার টাকাও দেয় সে। মঙ্গলবার রাতে বান্ধবীকে ফোন করে ওই যুবক। সূত্রের খবর, সেই সময়েই রাজীবকে রীতিমতো হুমকিও দেয় ওই তরুণী। ফোনেই রাজীবকে ঝিলিক জানায়, তার বিয়ে হয়ে গেছে। সাংসারিক জীবনে যেন রাজীব হস্তক্ষেপ না করে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পর থেকেই মনমরা ছিল রাজীব। মঙ্গলবার নিজের ঘরেই শুতে যায় রাজীব। তারপর বুধবার সকালে নিজের বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে বেসরকারি সংস্থার কর্মী বছর চব্বিশের এই যুবক। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণীর বিরুদ্ধে দমদম থানায় প্রথমে অভিযোগ করতে গেলে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের। পরে অবশ্য ঘটনা এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে অভিযোগ নেয় দমদম থানা। রাজীবের পিসি জুলি দে'র অভিযোগ,'আমার ভাইপোকে একাধিকবার টাকার জন্য মানসিকভাবে চাপ দিত ঝিলিক। তবুও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল রাজীব। এমনকী ঝিলিককে না পেলে ও মরে যাবে বলেও জানায় রাজীব। কিন্তু ঝিলিক তার উত্তরে জানিয়ে দেয় আমার ভাইপো মরে গেলে ওর কিছু এসে যায় না। এমনকী রাজীবকে মরে যেতেও বলে ঝিলিক। এরপরই আত্মহত্যা করে ও।'

পাশাপাশি রাজীবের পরিবারের দাবি, অভিযুক্ত যুবতী ঝিলিক রায় অবিবাহিত এবং সে একটি পানশালায় কর্মরত। বিবাহিত বলে আসলে রাজীবকে মিথ্যা বলে ঝিলিক। ঘটনার পর আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত যুবতীকে গ্রেফতার করেছে দমদম থানার পুলিশ। রাজীবের মৃতদেহ বুধবার ময়নাতদন্তের জন্য আরজি কর হাসপাতালে পাঠায়। দমদমের রাজীবের মৃত্যুর ঘটনায় জন্মনা এলাকায়। তাহলে কী রাজীব ও ঝিলিকের মধ্যে ঝিলিক কি নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল যার জন্য সে রাজীবকে প্রত্যাখ্যান করল? উঠছে প্রশ্ন।

সাইবার প্রতারণায় গ্রেফতার ইঞ্জিনিয়ার ও কলেজ ছাত্রী

স্টাফ রিপোর্টার: অল্প সুদে ব্যাঙ্কের নামে লোন পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা করার অভিযোগে এক ইঞ্জিনিয়ার ও এক কলেজ ছাত্রীকে গ্রেফতার করল সল্টলেকের সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃতরা হল জাহাঙ্গির মণ্ডল ও প্রিয়া দাস। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা প্রথম সারির একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় ধনলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ও আদিত্য বিড়লা কোম্পানির হয়ে ২ শতাংশ সুদে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার বিজ্ঞাপন দেয়। সেই বিজ্ঞাপন দেখেই অনেকেই ধৃতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ঋণ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের অল্প সুদের ঋণের জন্য সিকিউরিটি ডিপোজিট মানি চাওয়া হয়। যত বেশি ঋণ ততই বেশি সিকিউরিটি মানি। সিকিউরিটি মানি নিয়ে এরা ফেরার হয়ে যায়। এই প্রতারণা চক্রের মাথা ছিল বাদুড়িয়ার জাহাঙ্গির মণ্ডল। ইন্টেলিনেট গ্লোবাল সার্ভিসের কর্মকর্তা চন্দ্রকীর্তি রায় সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

ধৃত বিহারের তিন অস্ত্র ব্যবসায়ী

স্টাফ রিপোর্টার : বিহারের তিন অস্ত্র ব্যবসায়ীকে খাস কলকাতা শহর থেকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে তিনটি দেশি পিস্তল এবং দশ রাউন্ড গুলি। বেআইনিভাবে অস্ত্র বিক্রির অভিযোগে ধৃত তিনজনকে আদালতে তোলা হলে তাদের ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ সূত্রের খবর, আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা অধীনস্থ কেসব সেন স্ট্রিট এলাকা থেকে ২৮ নভেম্বর রাতে তিন অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে জাল ফেলে বিহারের তিন অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিহার থেকে দুষ্কৃতীদের বেআইনিভাবে অস্ত্র বিক্রি করাতেই কলকাতায় এসেছিল বলে জেরায় তদন্তকারী আধিকারিকদের জানায় তারা। তবে শেষ মুহূর্তে অবশ্য তাদের পরিকল্পনায় জল ঢেলে দেয় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা। ধৃতদের মধ্যে বিহারের নালন্দার দুই দুষ্কৃতী হল মহম্মদ সোনু ওরফে জাফর (৩২) এবং পারবালি যাদব (২২) এবং নওদার বাসিন্দা মহম্মদ ফৈয়াজ (৪০)। কলকাতায় অস্ত্র বিক্রি করাতেই তারা এসেছিল। নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবরেই অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় তিনজনকে। যদিও যাদের তারা এই অগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করবে বলে এসেছিল তারা বিপদের আঁচ পেয়ে পালিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, চলতি মাসেই শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বেআইনি অস্ত্র সহ বেশ কয়েকজন পুলিশের জালে পড়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন রকমের আগ্নেয়াস্ত্র। গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রের খবর, এর অধিকাংশই দেশি পিস্তল বলে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি তিন বাংলাদেশি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন এবিটি-এর চার জঙ্গি পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। যারা মূলত বিহার, পাটনা ও কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেরিয়েছে। সন্ধান নিয়েছে বিস্ফোরক তৈরির মাল মশলা থেকে শুরু করে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের।

জিএসটি'র সুফল মিলবেই, জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার: আগামী বছর নয়া অর্থ বর্ষের শুরু থেকে জিএসটি'র সুফল পেতে শুরু করবেন দেশের জনগণ ও ব্যবসায়ীরা। বুধবার কলকাতায় বনিকসভা মার্চেন্ট'স চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ১১৬ তম বার্ষিক সভায় যোগ দিয়ে একথা জানান কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী শিব প্রতাপ শুক্লা। এদিন তিনি স্বীকার করেন, ১ জুলাই দেশে জিএসটি চালু হওয়ার পর প্রথম দিকে কিছু সমস্যা দেখা দিলেও ধীরে ধীরে তা সবই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে। ব্যবসায়ীরাও ক্রমে নয়া এই কর কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবেন বলে আশাবাদী তিনি। কেন্দ্রের জনধন প্রকল্প এবং মুদ্রা যোজনার সুফল দেশের গরিব এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগণ পেয়েছেন বলে এদিন দাবি করেছেন এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। পাশাপাশি নোটবন্দিকেও দেশের অর্থনীতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে এদিন মন্তব্য করেছেন তিনি।

কেরোসিন তেলের বরাদ্দ নিয়ে কারচুপির অভিযোগ ডিলার সংগঠনের

স্টাফ রিপোর্টার: এবার কেরোসিন নিয়ে খাদ্য দফতরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ। বুধবার এই অভিযোগ করে কলকাতা কেরোসিন তেল ডিলার অ্যাসোসিয়েশন। জঙ্গলমহলে গ্রাহকদের জন্য ১ লিটার কেরোসিন বরাদ্দ থাকলেও, তা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে বলে এদিন অভিযোগ করেন সংগঠনের সম্পাদক বিমল দে। তাঁর বক্তব্য, 'জঙ্গলমহলে গরিব মানুষদের জন্য মাথাপিছু ১ লিটার করে কেরোসিন তেল দেওয়ার কথা থাকলেও, তা দেওয়া হচ্ছে না। ঘুর পথে সেই তেল চলে যাচ্ছে কালোবাজারিদের হাতে। ফের কলকাতাতেই চলে আসছে অর্দ্ধেক বাকি তেল।' জঙ্গলমহলের পাশাপাশি বীরভূম, আলিপুরদুয়ারের বহু চা বাগান শ্রমিকদের বরাদ্দও একইভাবে 'লুঠ' করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ বিমল দে'র। আর এই বরাদ্দ বাবদ কোটি-কোটি টাকা তছরুপ হচ্ছে বলেও দাবি সংগঠনের। বিমল দে'র

আরও বক্তব্য,'১ লিটারের জায়গায় মাত্র ৫০০ তেল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে গরিব মানুষদের। মাথাপিছু প্রায় ২০ টাকা করে লুঠ হচ্ছে।' এই কাজে একশ্রেনির অসাধু ব্যবসায়ী-আমলা যোগসাজশ আছে বলেও দাবি তাঁর। এমনকী খাদ্য ও গণবন্টন দফতরে বিশেষ করে কেরোসিন তেল নিয়ে 'তুঘলগি রাজ' চলছে বলেও অভিযোগ। বিমল দে'র বক্তব্য, 'কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই হঠাৎ হঠাৎ করে নতুন নিয়ম করা হচ্ছে। আমাদের বলা হচ্ছে ৪০ শতাংশ গ্রাহককে তেল দেওয়া যাবে না। আর সেটা নাকি আমাদের ঠিক করতে হবে। এমনকী আমাদের প্রাপ্য বরাদ্দও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে মৌখিক আদেশে।' পরিষ্কিতি এমনই যে প্রাপ্য সত্ত্বেও কেরোসিন তেল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন গ্রাককেরা। সংগঠনের সহ-সভাপতি রাজকুমার সাউয়ের অভিযোগ,'সরকারই বাধ্য করছে কালোবাজারে বেশি দামে তেল কিনতে।' রেশনে কেরোসিন ডিলারদের কাছ থেকে যেখানে ২৪টাকা ৪০ পয়সায় তেল পাওয়ার কথা। সেখানে চ ৬০ টাকায় কালোবাজার থেকে কেরোসিন তেল কিনতে হচ্ছে। সংগঠনের তরফে কার্যত রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিমল দে'র বক্তব্য,'আমরা আর ১ মাস অপেক্ষা করব। তার মধ্যে সমস্যা সমাধান না হলে আর কেরোসিন তেল তুলবে না শহরের ১৩০০ ডিলার।' পাশাপাশি আগামীদিনে আরও বড়সড় আন্দোলনে যাওয়ারও হুমকি দিয়েছে কলকাতা কেরোসিন তেল ডিলার অ্যাসোসিয়েশন।

৯২ লক্ষ টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রাসহ কলকাতা বিমানবন্দরে গ্রেফতার যুবক

স্টাফ রিপোর্টার: বুধবার সকালে দমদমের বাসিন্দা অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় নামে এক বিমান যাত্রীর হ্যান্ডব্যাগ থেকে ৯২ লক্ষ টাকা মূল্যের মার্কিন ডলার, ইউরো, জাপানি ইয়েন, থাই বাট ও সৌদি রিয়াল বাজেয়াপ্ত করলেন কলকাতা বিমানবন্দরের সিআইএসএফের আধিকারিকরা। পরে মুদ্রা ও অভিযুক্তকে শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ব্যক্তি হাওলার সঙ্গে যুক্ত কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সিআইএসএফের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বাজেয়াপ্ত হওয়া বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় ৯২ লক্ষ কোটি টাকা। অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় বুধবার সকালে থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্কক শহরে উড়ে যাওয়ার জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে আসেন। ইন্ডিগোর ৬ই-৭৫ বিমানে ওঠার কথা ছিল তাঁর। সুরক্ষা জনিত কারণে বিমানবন্দরে তাঁর হ্যান্ডব্যাগ চেক করতেই সিআইএসএফের এক আধিকারিক দেখতে পান তাঁর ব্যাগে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা রয়েছে। ব্যাগ পরীক্ষা করে উদ্ধার হয় ১ লক্ষ ০৪ হাজার ৮৫০ মার্কিন ডলার, ১৩ হাজার ৮০০ ইউরো, ২৩ লক্ষ ৫৯ হাজার জাপানি ইয়েন, ৩ হাজার ২৮০ থাই বাট ও ৪১ হাজার ৮০০ সৌদি রিয়াল।

এরপরেই তাঁর কাছে এই মুদ্রা কীভাবে এল কেনই বা এত বেশি বৈদেশিক মুদ্রা তিনি নিজের সঙ্গে কেন নিয়ে যাচ্ছিলেন তা জানতে চাওয়া হয়। সঠিক উত্তর ও প্রয়োজনীয় মুদ্রা রাখার পক্ষে সঠিক নথিপত্র না দেখতে পারায় তাঁকে শুল্ক দফতরের আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শুল্ক দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অনির্বাণ জিজ্ঞাসাবাদে অসহযোগিতা করছেন। তাঁর কথাবার্তায় অসংলগ্নতা রয়েছে। তাঁর বাড়ি দমদমে। তাঁর পেশা কী এবং কী কারণে এত টাকা সে ব্যাঙ্কক নিয়ে যাচ্ছিল এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুল্ক দফতরের আধিকারিকদের বিস্তারিত করার চেষ্টা করছেন। তাঁকে বৃহস্পতিবার বারাসত আদালতে তোলা হবে। সাধারণত বিদেশে গেলে ডলার নিয়েই যাত্রা করেন বিমানযাত্রীরা। তবে বিদেশে বেশি পরিমাণ মুদ্রা নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আগে থেকে সেটা ভিসা সংক্রান্ত কাগজে ঘোষণা করতে হয়।